প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) কর্তৃক "Improving Healthcare Quality and Safety through the Accreditation of Medical and Diagnostic Laboratories in Bangladesh, Transition Policy of ISO/IEC 17020:2026 এবং Effective Utilization of Accreditation" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

৩০ জুলাই ২০২৬

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) আগামী **০২ আগস্ট ২০২৬ (রবিবার) বিকাল ৪:০০ ঘটিকায়** বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), ৪ সোবহানবাগ, ঢাকা-এর মিলনায়তনে **"Improving Healthcare Quality and Safety through the Accreditation of Medical and Diagnostic Laboratories in Bangladesh, Transition Policy of ISO/IEC 17020:2026 and Effective Utilization of Accreditation"** শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. এম. এ. মুহিত** প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন **শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব আব্দুন নাসের খান**। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন **বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)-এর মহাপরিচালক জনাব মোহাঃ আমিনুল ইসলাম**।

সেমিনারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কনফরমিটি অ্যাসেসমেন্ট বডি (Conformity Assessment Bodies) এবং সংশ্লিষ্ট খাতের নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করবেন।

সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্মত অ্যাক্রেডিটেশনের কার্যকর ব্যবহার সম্প্রসারণ, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে নীতিগত সমন্বয় জোরদার করা এবং দেশের জাতীয় গুণগত অবকাঠামো (National Quality Infrastructure-NQI) আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসা-সংক্রান্ত অধিকাংশ ক্লিনিক্যাল সিদ্ধান্ত পরীক্ষাগারের ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল। ফলে রোগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা, যথাযথ চিকিৎসা প্রদান এবং রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও দক্ষ মেডিকেল পরীক্ষাগারের বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড হলো **ISO 15189 (Medical Laboratories — Requirements for Quality and Competence)**। ISO 15189 অনুযায়ী অ্যাক্রেডিটেশন একটি মেডিকেল ল্যাবরেটরির কারিগরি সক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত পরীক্ষাসেবা প্রদানের সক্ষমতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) দেশের একমাত্র জাতীয় অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা হিসেবে ISO 15189 অনুযায়ী মেডিকেল ল্যাবরেটরিসহ পরীক্ষাগার, পরিদর্শন সংস্থা, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, প্রোফিসিয়েন্সি টেস্টিং প্রোভাইডার, রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল প্রডিউসার এবং অন্যান্য কনফরমিটি অ্যাসেসমেন্ট বডিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী অ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করে জাতীয় গুণগত অবকাঠামোকে (NQI) শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিএবি ২০১৫ সালে **Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)** এবং **International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)**-এর পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (MRA)-এর সদস্যপদ অর্জন করে। পরবর্তীতে ILAC ও IAF-এর একীভূতকরণের মাধ্যমে গঠিত **Global Accreditation Cooperation (Global ACI)**-এর পূর্ণ সদস্যপদ এবং **Islamic Forum for Halal Accreditation Bodies (IFHAB)**-এর পূর্ণ সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে অ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যের কারিগরি প্রতিবন্ধকতা (Technical Barriers to Trade-TBT) হ্রাস, দেশীয় পণ্য ও সেবার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্ববাজারে **"Made in Bangladesh"** ব্র্যান্ডের গ্রহণযোগ্যতা ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিএবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

যদিও রপ্তানিমুখী শিল্পখাতে অ্যাক্রেডিটেশনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও স্বাস্থ্যখাতে, বিশেষ করে মেডিকেল ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরির অ্যাক্রেডিটেশনের ব্যাপক সম্প্রসারণ এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মেডিকেল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা বৃদ্ধি, রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়ন, অপ্রয়োজনীয় পুনঃপরীক্ষা হ্রাস, বিদেশে চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব।

এছাড়া সেমিনারে **ISO/IEC 17020:2026**-এ রূপান্তর (Transition Policy), পরিদর্শন সংস্থাসমূহের প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন খাতে অ্যাক্রেডিটেশনের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সুশাসন, গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, জননিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারের উন্নত, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিল্পপণ্য ও সেবার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, নিরাপদ অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি ও মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি ও সাইবার নিরাপত্তা, ভোক্তা সুরক্ষা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ও লজিস্টিকস সেবার নির্ভরযোগ্যতা এবং টেকসই শিল্পায়ন নিশ্চিত করতে অ্যাক্রেডিটেশন আজ আর কোনো ঐচ্ছিক ব্যবস্থা নয়; বরং এটি একটি অপরিহার্য জাতীয় অগ্রাধিকার।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, নীতিনির্ধারক, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, একাডেমিয়া, উন্নয়ন সহযোগী এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

মোঃ তৌহিদুর রহমান
উপপরিচালক, বিএবি
ই-মেইলঃ towhid@bab.gov.bd, palash847@gmail.com